বসন্ত বেদনায় প্রদর্শনী

শাওন মুহম্মদ

Scanned with CamScanner

বসন্ত বেদনায় প্রদর্শনী

শাওন মুহম্মদ

আমীর প্রকাশন

Scanned with CamScanner

বসন্ত বেদনায় প্রদর্শনী
শাওন মুহম্মদ

আমীর ২৫

প্রকাশক
তৌহিদুল ইসলাম কনক
আমীর প্রকাশন
৩৮/২ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ঃ লেখক

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ কনক ইন্টারন্যাশনাল

পরিবেশক
মুন্নী প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

কবিতা প্রকাশনা কেন্দ্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মূল্য ৪৫ টাকা

Scanned with CamScanner

উৎসর্গ

জননী, জন্মভূমি ও জঙ্গম

জাতি কে

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

* পণ্ডশ্রম — ৫
* আমার প্রেম — ৬
* বিনিময় — ৭
* প্রিয়তমেষু — ৭
* তিলোত্তমা — ৮
* হলুদ হৃদয় — ৮
* মোহিনী — ৯
* স্বরূপ উন্মেষ — ৯
* বহুরূপী প্রেম — ১০
* স্পর্শ — ১০
* যৌবন বসন্ত — ১১
* পতিত প্রেম — ১২
* কবি ও প্রেম — ১৩
* বসন্ত বেদনায় প্রদর্শনী — ১৪
* হতাশার হাতছানি — ১৫
* স্বর্থপর প্রেম — ১৬
* বিষ-বৃক্ষ — ১৭
* জীবন দায় — ১৭
* শেষ বিকেলে — ১৮
* জীবন গাঙচিল — ১৮
* তুমি কি পেলে — ১৯
* পতন — ২০
* জাগরণ — ২০
* অবধারণ — ২১
* উপন্যাস — ২২
* পাপ-পুণ্য আধার — ২৩
* বিভ্রান্তি — ২৪
* মনরথ — ২৫
* বিবেক — ২৬
* কল্পনায় চেতন — ২৭
* খ্যাতির বিড়ম্বন — ২৮
* রঙিন প্রলাপ — ২৯
* কুহকিনী — ৩০
* তরুণ বৃদ্ধ — ৩১
* স্মৃতির মরণ — ৩২

Scanned with CamScanner

পণ্ডশ্রম

কবি নই কবিতা লিখি
কাব্যের কাছে মন বিকি
এ শুধুই পণ্ডশ্রম।
হৃদকুটিরের বাউণ্ডুলে ভাষা
স্মৃতির আঁধারে
ব'কে যাই এলোমেলো
হ'তে পারে মতিভ্রম।
বিষণ্নতার আকর হতে
কতেক লাইন কুড়িয়ে নিলে
যদি একটি কবিতা হয়
তবে দোষের কি!
বাতাসের গায়ে শব্দ ছুঁড়ে দিলে
কারো হৃদয়ে যদি ছন্দ কাটে,
জীবন বাটে সুখ কুড়াতে
যদি মন্দ রটে
তবে রোষের কি!
সবুজের মাঝে অবুঝ সাজে
নিজকে বিলিয়ে দিয়ে
করি আবিষ্কার বটবৃক্ষ তলে
কবিতার আসরে;
দোসর ভেবে নিও আমায় কাছে;
নয়তো ভেবো আমি আছি
ধূসর গোধূলির কাছাকাছি।

Scanned with CamScanner

আমার প্রেম

অন্য হৃদয়ের প্রেম-সোহাগে
বেড়ে ওঠা কাননের ফুল
ছিঁড়ে এনে; নয়তো মূল্যের বিনিময়ে
প্রিয়া, তোমার কবরীমূলে
জড়াবার মতো ভালোবাসা
আমার সঞ্চয়ে নেই।
যদি পারি দেবো
প্রকৃতির অজস্র উপহার বেছে
একটি বন্যফুল।
যদি সাধ্যে কুলোয়
গড়ে দিতে পারি
প্রেমের তাগিদে
নতুন ক'রে ট্রয় নগরী।
তবে জেনো
ধ্বংস রচে নয়
প্যারিসের মত প্রেমের সনদে;
নয় উম্মাদ হয়ে তার মত
হেলেনের অন্ধ প্রেমে;
তেমন ক'রে পারবো না দিতে
তোমায় প্রেম।
আমার প্রেম যে প্রিয়া
বিশ্বাসী তোমার বিশ্বাসে
ধ্বংসে নয়; নয় গ্লানিকর সর্বনাশে।

Scanned with CamScanner

বিনিময়

অগাধ ভালোবাসা পেতে
লজ্জার মাথা খেয়ে
ভাড়া করেছি শর্ত মেনে
প্রেমের কারিগর;
গড়িয়েছি তাকে দিয়ে
শত জনের উপেক্ষা স'য়ে
হৃদয়ের ঘরে
জাফরি ভেঙ্গে গরাদহীন জানালা।
এখন সূর্যের কিরণের মত
তোমার উন্মত্ত প্রেমের সবটুকু
শুষে নেয়ার দুর্লভ ক্ষমতা
পেয়েছে উন্মুখ বেনিয়া হৃদয়;
বিনিময়ে দিয়েছি তাকে
শর্তপূরণে–
দু'টি মূল্যহীন চোখ;
যা দিয়ে কেবল
তোমায় দেখতে পেতাম।

প্রিয়তমেষু

প্রযত্নে লালিত ললনা
তুমি সৃষ্টির
নির্বাচিত বিলাস পুকুর।
হৃদয়ে তোমার
করে সন্তরণ অহর্নিশ
স্বর্গচ্যুত বেপরোয়া
বিচঞ্চল যুবক দেবকুল।
রূপ-লাবণ্য শোভায়
অদ্বিতীয় অদিতি তুমি -
অপ্রতীম সৃষ্টি
বিশ্ব বিধাতার ললিতকলায়।
সন্নিবদ্ধনীতির বাঁধ ভেঙ্গে
পুরোহিত হৃদয়ে
কাঁপন ধরানো দুর্নিবার
ক্ষমতার তুমি আধার;
পূর্ব জীবনে হয়তো
ছিলে কৃষ্ণের রাধা।
আমার সুপ্ত কামনায়
বিধৃত উচ্ছ্বসিত চাওয়াঃ
তুমি যেন প্রিয় না দাও সপে
নিজকে আত্মাহুতির পদমূলে
আপন সৌন্দর্যে সংবিৎ খুয়ে
গ্রীক যুবরাজ, ঐ অর্বাচীন
নার্সিসাসের মত
দ্বন্দ্বের ভুল সমাধানে।
জেনো-
এই জীবনের বিন্দু হতে সিন্ধু অবধি
তুমি আমার মানস মন্দিরে
বেদিকা 'পরে গড়া
প্রেমের প্রতিমূর্তি;
একান্তই আমার প্রিয়তমেষু।

Scanned with CamScanner

তিলোত্তমা

কৃষ্ণ আঁধার মেঘে
ফোটা ফোটা আলোর কণা
এঁকে দিলো কে
অমন ক'রে নীল জোছনা!
মূর্ছনায় দিলো ধরা
কার কণ্ঠের সুর
মেখে দেয়রে কেমন ক'রে!
সমীর ললাটে সিদুঁর।
আবছা আলোয় তনু কার
দুলছে বারংবার
বেপন বেণী দুলছে হাওয়ায়
বেণুবীণার ঝংকার।
অমন ক'রে নৃত্যলীলায়
কেগো তুমি?
স্বপ্নভূমে ভোলাও
আমার নিত্যকার ভয়
নয়ন তোমার পাপড়ি মেলে
দান করে অভয়;
বাহু তোমার
প্রেমের কলি ফেলছে
হৃদের নীরে,
এ যে আমার তিলোত্তমা!
স্বপ্নভূমির তীরে।

হলুদ হৃদয়

প্রেম সর্বত্রই বিরাজমান
এই সত্যের প্রতিকূলে থেকে
মেনেছি পাঁজর ভাঙ্গা হার।
বিদায় নিয়েছে হৃদ সিংহাসন ছেড়ে
প্রেমের নিথর নৃপতি।
তাই আজ
তরুণীতো নয়ই!
সামান্য তৃণলতার কাছে
প্রেম নিবেদনে অক্ষম
আমার ঝলসে যাওয়া
হলদেটে হৃদয়;
নিয়েছে বিরতী সে
সবুজের নিষ্কলুষ পরশ পালনে।
হৃদয়ে ওদের কামনা বিলাসী অভিলাষ
স্বপ্নিল মায়ার জাল বোনে
সম্ভব নয় কুলিয়ে ওঠা।
প্রেম প্রাপ্তি এখন
নিতান্তই পরাধীন প্রয়াস।
আজ তাই নিঃস্ব-রিক্ত আমি
যেন ইটে নিষ্পেষিত
সূর্যের প্রেমালো বর্জিত
মৃতপ্রায় হলুদ ঘাস।

Scanned with CamScanner

মোহিনী

সেদিনের ঝর্ণা তলে
স্নানে রত সেই তুমি;
তোমারি তনুর পুষ্পগন্ধ মেখে
যৌবন পেয়েছিল
উষ্ণ প্রস্রবণ।
ঘিরে ছিল তোমায়
উপলেরা চারিপাশ
মোহিনী মূর্তি ভেবে
দিয়েছিল যোগ দ্বন্দ্বযুদ্ধে
যেন উপসুন্দ।
বিন্দু বিন্দু ফোটায়
সুবাসিত গোলাপ জল ঢেলে
ভিজিয়েছে তোমায়
ভাসমান কাদম্বিনী।
বিস্ময় ভরা চোখে
হেসে হয় কুটি কুটি কাটে খুনসুড়ি
বন্য লাজুক লতা।
আদিগন্ত সবুজ সম্ভার
অহংকার ভুলে করে প্রার্থনা
তোমার কাছে প্রেম লাভে
নিথর হয়ে
মগ্ন ছিল তোমার সম্ভোগে
দেব মাতার অদিতি নন্দন।
সেই তুমি অবিকল!
আজ অবিচল দাঁড়িয়ে
আমার পাশে দৃঢ় বিশ্বাসে।
এই যে আদিম শূন্য প্রাসাদ;
ইট সুরকী বেড়ীর কৃত্রিমতায়
তোমার প্রতি আমার উপসেবন
এ যে প্রেমেরই আকিঞ্চন!

স্বরূপ উন্মেষ

তোমার অনাহূত আহবানে
থমকে গিয়ে চমকে উঠেছে
স্বপ্নীল শিহরণ পরশে
সবিলাস হৃদয় আমার;
সেই অনুভব প্রসূত প্রকম্পের
কিয়ৎ ভাগ নিয়েছো তুমি;
বাকিটা অন্য সবার কোপে
বিধৃত ঘৃণা রূপে।
তাই ব'লে ভীত নই
জানে অর্ন্তযামী, জান তুমি।
যদি কিঞ্চিৎ সত্য হয়
উষ্ণ বুকে রেখে দু'টি হাত
কোরো উচ্চারণ মৃদুস্বরে।
জেনো, দেখেছি আমি
ভয়ঙ্কর অতি রুদ্র মরুভূমি
প্রেম সোহাগে কম্পমান;
মর্ম তার করে লালন
শুষ্ক পবনে জর্জরিত
ক্যাকটাস-বাবলা সমাদরে;
বাকি সব এই বিশ্ব চরাচরে
করে না উদ্‌ঘাটন–
রুদ্রতার অন্তরালে উন্মত্ত প্রেমের
দুঃসহ সংবরণ।

Scanned with CamScanner

বহুরূপী প্রেম

ফাগুনের ফল্গু ধারার প্রেমে
মুকুল দলের ভীষণ মাতামাতি
কে যাবে কার আগে
গভীর আশ্লেষে
প্রেয়সী মৃত্তিকার কাছাকাছি;
এমনি ক'রে প্রেমের জোরে
ঝরে পড়ে হয় যে লীন
সোঁদা স্নেহের টানে
যেখানে প্রেম অমলিন।
বলি যাকে–
শুধুই মুকুল ঝড়া;
নয়ত মৃত্যু
কবির দর্শনে কাব্যিক সুরে।
ভালোবাসা পড়ে রয়
অযতনে তেমনি ক'রে
সাড়া হৃদয় জুড়ে;
নির্যাস তার শিশির যেন
সঞ্চিত পরশ বুলোয়
ভোরের তৃণ ঘাসে
অপ্রতীম সেই ভালোবাসা
নির্বিবাদে মাড়িয়ে যায়
হাতে রেখে হাত
প্রেমাসক্ত কোন নবীন জুটি
নতুন সুরে, ভিন্ন ভালোবাসায়।

স্পর্শ

কোন হিমেল ভোরে
হিমশীতল ক্ষণে
অর্বুদ প্রশাখা বিস্ফুরণে
বৃক্ষদলের সবুজ অন্তরে
অচেতনে ঘটে পতন–
পরিত্যক্ত অযুত কি নিযুত
বিন্দু শিশির কণার
উদ্‌গত অপ্রতীম উল্লাস।
তার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়
বিক্ষুব্ধ ক্ষত বিক্ষত
অগ্নিগিরির দগ্ধ লাভা
সুখ হয়ে ঝরে পড়ে
বিষণ্ন ধরণীর জঠরে।
অন্তরে সন্তরণে জলকেলী করে–
নির্লজ্জ আভাশোভিত
স্বপ্নের সবুজ-লাল-নীল।
সারা দেহময় এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা
দোলায় শিহরিত পল্লব অঞ্চল;
কান্তার রুদ্র বিষণ্ন অবয়ব
নিমেষেই হয় যে লীন।
দিকে দিকে বিস্মিত ভুবনময়
এক সুরে গীত
অবারিত সবুজ অন্তরের জয়।
ছেয়ে থাকা বিশ্ব বুকে ক্ষতচিহ্ন,
কুষ্ঠীর কুষ্ঠের মত নির্জীবতা,
আর শূন্যতার অবশেষে
পরাজয়!

Scanned with CamScanner

যৌবন বসন্ত

সুবিশাল সুনীল মুক্ত আকাশের বুকে
শুভ্র বলিরেখা এঁকে দিয়ে যায়
ডানা মেলে আত্মহারা বলাকার দল
কি রঙ লেগেছে আজ চারিদিকে!
বশীভূত ধরণী রঙ্গশালায়
মত্ত কেন স্বপ্নীল আকরে
প্রক্ষালন ক'রে নিজ অশুচি কায়া
বিলায় কোমল পরশ সবাকারে।
দিকে দিকে বইছে আজ আলোর ধারা
অতিথ পাখি সব আসছে ত্বরা
কি এমন আকর্ষণে!
নুয়ে পড়া হিজল বনে
লেগেছে হিল্লোল ম্লান বদনে,
গেঁথে যায় বিনুনি স্বর্ণলতিকা
দেখে না যে বনমালী
ঘুমোয় অঘোরে ছেড়ে পাহারা
কি এমন আবেশে আত্মহারা!
তন্বী যে মেয়ে আসতো এ পথে
ফেলে যেত ফুল কুড়াবার খেয়ালে
আসে না আর হয়েছে বর্ণচোরা।
বাঁধনহারা দোহারা বালিকারা
এড়িয়ে যায় হয়েছে দিশেহারা
কি এমন লাজুক শিহরণে!
কি রঙ লেগেছে আজ চারিদিকে!
লাস্যময়ী চপলা যুবতীরা আজ
দেয় যে টোকা যৌবন দ্বারে,
মনের গহীনে বেদুঈনের আনাগোনা
হয় যে লোভাতুর ডেকে যায় কদম কেয়া
তনু বেয়ে ব'য়ে চলা নির্ঝর পাশে।
ও যে বড় সর্বনাশে!
আজ মনের বিহারিনী আত্মহারা
বসন্তসখা আনল কি এমন সুখ বারতা
সারাদেহে আমার কেন যে আজ
বসন্ত উচ্ছৃঙ্খল পাগলা ঝোরা!

Scanned with CamScanner

পতিত প্রেম

তোমার হৃদয় নিকুঞ্জ বনের সরোবরে
ছল্‌কে পড়া লৌকিক প্রেমে
তলানি জমেছে কুৎসিত কামনার।
জানে না কেউ; জানো না তুমিও
তোমার প্রেম তোমারি সাথে
নীরবে করছে প্রতারণা;
জল্পনা কল্পনা শঠতার আল্পনা
এঁকেছো অর্বুদ বেহিসাবী হৃদয়ে
দিয়েছো বেগ পাগলা হাওয়ায়
যৌবনোদয়ের প্রলয়ে;
দিয়েছো খুলে বসনগিঁট
পৈশাচিক আঁধার বলয়ে
আলেয়ার মায়াবী আদরে;
কিন্তু ওরা বোঝে না–
কেবল সন্ধ্যার আলো-আঁধারেই
শরীরী প্রেমিকের সাথে
স্বৈরবৃত্তে তোমার লেনাদেনা।
ওরা জানে না–
রজনী পেরুলেই ভোরের সোনালী আলোয়
তুমি মূল্যহীন খেলনা।

Scanned with CamScanner

কবি ও প্রেম

ভাবের রাজ্যে কুয়াশায় স্নাত
সিক্ত রিক্ত মন আমার
বিপথগামী ভবঘুরে নয়
বাস্তবতার নিরীখে
উপমার রঙীন সাগরের কাব্য আধারে
রচি সুশোভিত পংক্তি মালায়
জীবনদর্পণের চক্রবলয় ;
হয়ত কবি সত্ত্বার বায়না রাখতে
কলমতুলিতে আঁকি
জীবনের বিচিত্র চিত্র
পাছে ভাগ্যে কাষ্ঠে ঘুণ ধরে।
সুপ্ত কামনার উত্তাল প্রেষণা
দেহের অন্তরালে বৃষ্টি ঝড় তোলে
সিঞ্চিত পরশ তার অহরনিশি
বেদনার নিবু নিবু প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে
অদৃশ্য চাবুকের দাগ কাটে
ধুকে ধুকে এ উম্মাদ প্রাণ
খুঁজে ফিরে বেদনা মিসেল প্রেম
বাউলের সুরে, নর্তকীর নূপুরে
অনুরণিত হৃদয় প্রেম ফিরে পায়
জেগে ওঠা সুশীতল সুপ্ত
বীজকণার অধরে সূর্যের দেয়া
সচুম্বন মায়াবী আদর প্রসূত
নিঃশর্ত প্রেমে।
কিয়ৎভাগ তার, নিয়েছে মেখে
সারাদেহে নির্ভীক যাযাবর
তাই আজ–
প্রানের নির্লিপ্ত রবি
পেয়েছে মুক্তি সমাদরে
অস্তাচলের কৃষ্ণ আঁধার গহনের
দুর্গম কারাবাস হতে।
ভালোবাসার সোনালি হরিণ
হণ্যে হয়ে খুঁজে আশ্রয় নির্ভয়ে
নিবিড় লোমশ বুকের উষ্ণ আবেশে।

Scanned with CamScanner

বসন্ত বেদনায় প্রদর্শনী

এক বসন্তে
একক চিত্র প্রদর্শনীতে
গ্যালারীপূর্ণ শিল্প প্রেমিক সমারোহে
নিজকে রেখেছি ব্যস্ত
রঙতুলির শৈল্পিক স্পর্শমণ্ডিত
বিচিত্র চিত্রকলায়।
নবীন এই শিল্প কুশলীর
প্রদর্শীত সকল ছবিতে
বেদনার ছাপ ফেলে যায়
বসন্তকামী বাসন্তী হৃদয়ে।
সারা ক্যানভাস জুড়ে ছেয়ে আছে
বিষণ্নতার স্পর্শ
ছবির ভাষা তার চিত্রপটে
বসন্ত হতে অনেকখানি দূরে!
অচেনা রঙের অজানা ব্যবহার
অতিচেনা করুণ সুরে;
যে সুর আমৃত্যু
আমাদের সবার জীবনে
অতিমাত্রায় বিদ্যমান।
একে একে নীরবে
সবার প্রস্থান শেষে
র'য়ে গেলাম শূন্য গ্যালারিতে
বর্ণিক সেজে বিষণ্নতার মাঝে
আমি একা, বড়ই একা!
দৈবাৎ পেলাম টের
আমার পেছনে তার অস্তিত্ব;
যিনি এ সকল চিত্রকর্মের শিল্পী।
শুনতে পেলাম
তার মুখ নিসৃত কিছু কথা;
আমার মনকলার উত্তর ঃ
বিষাদে পূর্ণ এ জীবন
আমাদের বসন্তও।
বেদনাতাড়িত বিষণ্নতাকে
জয় করতে আমরা পারিনি,
আমি সত্যের ছবি আঁকি;
এঁকেছি তাই
বিষণ্নতার রঙ দিয়ে;
এ রঙ তোমাদের অচেনা।

Scanned with CamScanner

হতাশার হাতছানি

পথহারা পথিকের অনুনয়
ভ্রুক্ষেপ করা
আমার সাধ্যের বাইরে।
জীবন দর্পণে ভেসে ওঠা
কুৎসিত প্রতিবিম্ব
আমার বৈ অন্যের নয়;
দ্বন্দ্বে হই যে দিশেহারা।
ধূসর প্রতিচ্ছায়া সদাই
নৃত্য করে চলে সাথে
রাতবিরাতে আমার পাশাপাশি
কাকতাড়ুয়ার কদাকার বসনে;
নির্বাসনে ফেলে আসা
ঝরা বাসি ফুল সব
বয়ে নিয়ে স্মৃতির ডালিতে
হিসেব নেই কত যুগ ধরে
মরে কি বেঁচে আছে টিকে
শুকনো কাল্‌চে পাপড়িগুলো;
সেও ভেসে গেল আজ
কান্নার তীরে সমুদ্র লোনা জলে।
বিফলে হৃদয় অঙ্গার
ঝংকার তোলে
পূজারীর যুগল মন্দিরায়
কোন বেনামি সুরে;
ওঠে প্রতিধ্বনি তার
দূরে বহুদূরে
শশ্মানের দগ্ধচিতার অদূরে
বিস্মৃতির বিধ্বস্ত মন্দিরে।
মিশে হয় একাকার
সুর তোলে বেদনার
মৃত প্রায় ঝরে পড়া
শুকনো পাতার মড়মড়ে
নিদারুন হতাশার নির্যাতনে।

Scanned with CamScanner

স্বার্থপর প্রেম

একদিন বনছায় তমাল শাখায়
নিবিড় পল্লব মাঝে
করে আড়াল নিজকে
বিরহী এক দুঃখী গাঙচিল।
পবন সখা ঘটা ক'রে
জানান দিয়ে যায় শেষে
তার নীরব আগমনী।
সহস্র স্বাধীন বনবিহারী
ভুলে পাতা আঁড়ি
দিয়েছে দর্শন নির্বিবাদে
তার প্রেমের অভিষেকে;
শ্যামল সমাহারে বিশাল আয়োজনে
মিলেছে দুই ভিন্ন প্রতিবেশী।
এমনি ক'রে পার হয়ে যায়
লগ্ন শত শত
মগ্ন হৃদয়ে বিজলীর মত
উদয় হয় চেতনার কিরণ;
সমুদ্রের গর্জন জাগায়
প্রাণের বদ্ধ কুহরে
এক অতি চেনা শিহরন।
এমনকালে হৃদয়ের দ্বার মেলে
শত বন্ধু পরবাসী
জানায় আমন্ত্রণ ফিরে যেতে ফের
আপন মুক্ত নিবাসে;
দেয় উপহার অপার প্রেমে
অর্বুদ ফুলরাশি।
এত দিনের পুঞ্জিত
স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা
ভুলে যায় এক নিমেষে
প্রবাসী গাঙচিল।
পেছনে বিষাদের সুর
ঝরে পড়ে
পবন সখার দীর্ঘশ্বাসে
হৃদয় ব'লে যায়
বিতুষ্ট সুর মূর্ছনায়
হায়রে সর্বনাশী!
একের মাঝে করে বসবাস
স্বার্থ-প্রেম পাশাপাশি।

Scanned with CamScanner

জীবন দায়

মনবিহারিণী হরষে ব্যাকুল;
ফিরতি পথে অর্ঘ্য দানে
করেছে ভুল উত্তাল হৃদয়
বেদনার তীর্থ নীড়ে।
সুখের পায়রা বাঁধে না বাসা
হৃদগহনের পিঞ্জরে;
হয়ে গত স্মৃতি শতশত
বিগত বিধ্বংসী স্রোতের কবলে
পড়ে আছে থরে বিথারে
কিছু লোনা জলেসিক্ত
বিবর্ণ বেদনাতুর স্মৃতি
জীবন সমুদ্র চড়ে।
সাথী আমার ছিল যারা
হয়েছে শঙ্খচিল
ঝিলের পাড়ে পড়ে থাকা
পঁচা গুল্মলতা
একমাত্র সম্বল আজ।
কিন্তু ওরা নেই, মিশে গেছে
দিগন্ত নীলিমার নীলকুহরে
ধূসর স্বপনে সুখের কুয়াশায়।
আশা নয়তো নিরাশার মাঝে
সাজিয়ে নিজকে নতুন ক'রে
কথার ফুল ঝুড়িতে
গড়ব এক অখ্যাত উপাখ্যান
বুঝে নিতে জীবনের লেনদেন।
পাওনা ছেড়ে হিসেব ক'রে
দেখে নেব জীবনের দায়ভার
মুক্তির জোয়ারে ভাসিয়ে দেনা
জীবনের সফেন সমুদ্রে।

বিষ বৃক্ষ

প্রশান্ত পাথার পুলিনে
বিশালতার শালীন
হিমেল আলিঙ্গন পাশে
দাঁড়াবার ধৃষ্টতা
হারিয়ে ফেলেছি কুটিল প্রহসনে
যখন প্রতারনার বীজ
ঋজু অন্তঃকরণে
বেঁধেছে ভ্রান্তির দানা
জানা অজানা প্রীতি
অসীম অবজ্ঞায় ফেলে
দেহ প্রাণের ঘৃণ্য শ্লেষ্মা লেপে।
হীনতার গ্লানি বরণে
দিয়েছে মাথা পেতে
ভগ্ন হৃদয় সবিনয়ে:
অভিনয় এতদিনকার
পড়েছে ধরা ঘটা ক'রে
প্রকৃতির অমোঘ অভিশাপে।
আজ তাই
সমুদ্র গর্জনে মেঘবর্ষণে
বুকের গহীনে জাগায় না বিদ্রহ,
বলাকা দলের মিছিলচ্যুত
দুর্বল দু'টি পায়ে
গজিয়েছে শেকড় বিক্ষুব্ধ ভূমি চিঁড়ে;
অযত্নে লালিত প্রবাল তীরের শূন্য চড়ে
ফনীমনসার খর্বঝাড়ে।
এখন আমি–
সভ্যকালের অতীত
এক বিষাক্ত বিষ বৃক্ষ।

Scanned with CamScanner

জীবন গাঙচিল

জীবন যৌবনের ভাগ্যাকাশে
উঠেছে এক অস্ফুট মলিন চাঁদ
দিবস-রজনী আজ বিষাদময়
জীবন তপন হয়েছে আড়াল গ্রহণে,
কৃষ্ণ মেঘে ছেয়ে আছে নিখিল বলয়।
সুখের সিঁড়ি ভেঙ্গে কখন জানি
দুঃখের গ্লানি গেড়েছে আসন শূন্য পাঁজরে
রুখবো কি উবে গেছে
উদ্বায়ী প্রাণের প্রাচুর্যদায়িনী।
ভক্তি নেই যে আর এক বিন্দু
অন্ধগহন হৃদকুহরে
জীবন সিন্ধুর যৌবনের প্রতি।
নিসাড় প্রাণে নেই উত্তাল তরঙ্গ স্বর
ধ্বংসে আজ হল যে অক্ষম
যাতনার বিজন রূপালী চড়।
নিগূঢ় প্রেমের বন্ধন ছেড়ে
উড়ে চলে যায় গায়েন গাঙচিল
অস্তগিরির শ্যাম আঁধারে
ধূসর কুয়াশার দুঃস্বপনে।
ফেলে গেছে ত্বরা তম্বির খেয়ালে
ঝরে পড়া শ্বেত পালক
পরিত্যক্ত নীড়ে;
জীবন সিন্ধুর রুদ্র চড়ে।

শেষ বিকেলে

কালের অন্তিম লগ্নে
ভগ্ন হৃদয় নিয়ে দেখি
স্বপ্নে ভেবেছি অর্থপূর্ণ
ডাকিনী রাগের ফাঁকি।
প্রাণের ভেতরে ভালো যে মানুষ
ঘাপটি মেরে চোখ বোজে
পঙ্কিলতার উপনিবেশে
নিয়েছে আঁধার খুঁজে।
ভিজে বেড়াল হ'য়ে
বেসামাল যখন
রাতের অন্ধকারে,
আপন আলয়ের
প্রিয় চেনা মুখ ভুলে;
দিয়ে ধরনা লজ্জা খুয়ে
গমন করেছি পরদারে।
আকারে প্রকারে সেজেছি দানব
বুঝেছি নিঃস্ব হালে,
নেমেছে আজ গোধূলি
বিভীষিকা হ'য়ে আদিগন্ত জুড়ে
জীবনের শেষ বিকেলে।

Scanned with CamScanner

তুমি কি পেলে

একটি বার
শুধু একটিবারের জন্যে
চাইছি ক্ষমা সাথে দিচ্ছি
প্রতিশ্রুতিঃ
বোঝার ভানে বুঝবো না ভুল
রাখবো না সত্য অন্তরালে
চাইবো না কৈফিয়ৎ
জবাব নাইবা দিলে।
তবুও প্রশ্ন থেকে যায়
এত কিছু সয়ে
তুমি কি পেলে?
জীবনের লেনদেনে
পেয়েছি গড়মিল
আরও আসবে জানি সম্মুখে
দায়ের ভাগ না হয়
নিলাম নিজ কাঁধে
শুধবো বল কি দিয়ে!
..... এত কিছুর পর
নীরবে এ অন্তর
ডুকরে কেঁদে ওঠে যদি
জীবনের মধ্য প্রহরে;
মরিয়া প্রাণের সেই তাড়নায়
এতটুকু ভুল হতেই পারে।
তবুও চাইছি ক্ষমা; দিচ্ছি
প্রতিশ্রুতি ঃ
সয়ে যাবো সব
নিশ্চুপ নীরব থেকে।
নিদারুণ কষ্ট পেলে
চাইবো না কৈফিয়ৎ
জবাব নাইবা দিলে।
তবুও প্রশ্ন থেকে যায়
এত কিছু ক'রে
তুমি কি পেলে?

Scanned with CamScanner

পতন

ধোঁয়াটে কুয়াশা ধূসর স্বপনে
প্রেতাত্মার সাথে সন্ধিক্ষণে
কপটতার মায়াবী জাল বোনে;
জীবন হতে সঙ্গোপনে
সত্যকে করে আড়াল।
বেড়ালের মত যেন
ভোঁতা বিবেকটুকু
গুটিগুটি নিস্তব্ধ পদচারণে
ধরা দেয় অস্তিত্ব ভুলে
কুজাত-বিজাতের রোষানলে;
পায়না নাগাল ওদের,
পাছে পচন ধরে যায়
আপন জীবনের শেকড়মূলে।
বেড়ে ওঠার দুর্মর বাসনায়
সঞ্চয়ে ছিল যে যৌবন ধারা,
নিথর আজ চিরতরে;
সুরে সুরে পায়না তাল
বসবাস আস্তাকুঁড়ে

জাগরণী

বাউল বৈষ্ণবের একতারার
সুরব্যঞ্জন ছাপিয়ে
জীবন সংগ্রামের রণভেরী
ধ্বনিত হোক
ডাকিনীর ইন্দ্রজালে মোহিত
জাতির বিবেক আধারে।
স্থবির মানসে পঙ্কিল ঢিবিতে
বসবাসকারী উইপোকার দল
বের হয়ে দূরে চলে
বিলীন হ'য়ে যাক
অমানিশার কৃষ্ণ আঁধারে,
বিধ্বংসী মৃত্যুর কবলে
পূর্ণ যৌবনে পুণ্য দোলায়
ধুয়ে মুছে নির্বাক প্রাণে
সকল মেকী ছেলেখেলা ভুলে;
ফেলে ছলাকলা উঠুক জেগে
আর একটিবার।
ভীরুতার ধনুষ্টংকারে
বিকৃত মেরুদণ্ড চূর্ণন ক্ষণে
সোজা হ'য়ে দাঁড়াক ফের!
ঘুণে ধরা এ জাতির জের
শৌর্য তাপে উত্তপ্ত ক'রে
নিস্তেজ হিমখুন
স্বজনী স্বদেশ 'পরে।

Scanned with CamScanner

অবধারণ

জীবন গালিচায় স্বার্থান্বেষী মনে
সমন জারি করে সদাই
পঙ্কিল বাসনার প্রেত
লালসার রক্তিম চোখ মেলে
এড়িয়ে যায় সন্তর্পণে
অযথা জঞ্জাল ভেবে।
বিবেক আমার, বাধ্য করে
অনাহারে উলঙ্গ ছেলেটির দিকে
অনুকম্পার দু'হাত বাড়াতে।
তখনকার মত
সকল কামনা-বাসনার মেকী খেয়াল
উবে যায় মন থেকে
ফেনিল সমুদ্রের ফেনকের মত।
প্রেমাবতার কোথা হতে এসে যেন!
আসন গাড়ে প্রেমার্দ্র মনে;
ঢেলে যায় প্রেম অবিরত
প্রেমশূন্য পাত্রে বিবেক আধারে।
বাধ্য হই ফেরাতে চোখ
জবুথবু বৃদ্ধের কঙ্কালসার দেহে
অথবা, না বেচা ফুল নিয়ে
মলিন মুখে অবেলা বাড়ি ফেরা
অবলা মেয়েটির দিকে।
আচানক আততায়ী লোলুপ আত্মা
বাঁধ সাদে নিজ অনুজ্ঞা পালনে
দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচায় আমায়
আমার নিজস্ব অবধারণ।

Scanned with CamScanner

উপন্যাস

ক্ষীয়মান জীবনের পায়ে
সপে দিয়ে সকল চেষ্টা আমার
টেনেছি অগোচরে
জীবনের যবনিকা।
জেনেছি সর্বহারা সেজে
জীবনপাতা খুলে
পেলাম সর্বত্র
শুধুই ভুল সমাধান;
শূন্য উদ্বৃত্তের খতিয়ান।
পাতায় পাতায় লিখেছি,
লেখার খেয়ালে
কতশত কবিতা।
সাজিয়ে রেখেছি তাকে
থরে বিথারে কত কাব্যের বই।
দিইনি জমতে ধুলো তাতে
রেখেছি তুলে সযতনে;
রেখেছি ধরে
আরেক জীবনের ইতিহাস।
কল্পনায় ভেসেছি বিলাস যাপনে
রোমাঞ্চিত হয়েছি গোপন শিহরণে।
সময়ের আবরণে আজ
জমেছে কত ধুলো!
ফেলে এসেছি সেথায় অযতনে
স্বজীবনী উপন্যাস।

Scanned with CamScanner

পাপ-পুণ্য আধার

অশরীরীর অশান্ত ছোবলে
পবিত্র আত্মার
নিষ্কলুষ চিন্তার চেতনে
কলঙ্কিত পদচারণা
বিরাজে সর্বদাই
সহিষ্ণুতা ভাঙ্গার অহংকারে।
তবুও পাপাচারী প্রেতকে
হতে হয় নির্বাসিত
আপন অস্তিত্ব বিলুপ্তির
আশংকা নিবারণে,
অকারণে অকাস্মাৎ আক্রমণে
দুলে উঠে ভয়াল বিভীষিকা
ঘৃণার শেল অতল অন্তরে;
কিন্তু এ পর্যন্তই।
বেজে ওঠে মঙ্গল রাগিণী
দ্বন্দ্বের বিচিত্র তারে
পাপের জাগরণ কিবা সংবরণ
খুঁজে ফিরে স্বইচ্ছার মূলে
বর্জিত বিবেক বসন
আধার যার মনুষ্যত্ব বিধান।
বাঁচায় পুণ্য দুর্মর দাপটে অবশেষে
অকপটে দ্বৈত দ্বন্দ্বের মাঝে।
ভাগ্যে জোটে
পাপের সান্নিধ্য লাভের
কিঞ্চিত অশুভ অভিজ্ঞতা।

Scanned with CamScanner

বিভ্রান্তি

জীবন পথের মায়া
যত স্বপ্নীল অলীক অলিগলি
হণ্যে হয়ে বৃথা অন্বেষণে
বিভোর প্রলুব্ধ আত্মা
কলুষিত কৌলিণ্যে অন্ধ
দানবের সমীপে
দিয়ে শেষ সম্বল বিবেক বলি।
যত জৌলুস তত আছে পরিহাস
যত চাওয়া ততই দেনা
পেছনে দৈন্যদশার
নিষ্প্রাণ পঙ্গু ইতিহাস;
তবুও যে বাহ্যিক লীলা খেলায়
ফেলে লজ্জাবসন অবহেলায়
বুদ্ হ'য়ে যায়
দিবালোকে চোখ বুজে,
নিজকে সাজায় সাজ ঘরে
নিত্য নতুন সাজে।
চৈতন্যের রণভেরির ধ্বনি
জেগে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
অন্ধবধির প্রাণে;
জাগে না হৃদয় সংশয়ে
ছিনাল কাকতাড়ুয়া
তাড়িয়ে বেড়ায় অশ্লীল মাগনে।

Scanned with CamScanner

মনরথ

মানব চেতনার দোর গোড়ায়
উঁকি দিয়ে যায় সদাই
বিভীষিকার কড়াল গ্রাস
হতাশার ছাপ ফেলে
পালিয়ে বেড়ায়
কালো আঁধারের গহীন কুয়াশায়
কামনা বিলাসে বশীভূত
সুপ্ত অভিলাস।
খুঁজে ফিরে বাড়ন্ত কলির
ঢেউ খেলানো টানটান শরীর;
শুষে নেয় পবিত্রতা
পিষে হিংস্রতার জাতাকলে;
ছিঁড়ে খুবলে করে নিঃশেষ
হৃদয়ে সঞ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস।
অতৃপ্ত আত্মার শান্তি বাড়াতে
করে প্রার্থনা অপদেবতার কাছে
দিকভ্রান্ত দিগম্বর সাজে।
অশুভ চেতনার কুৎসিত সাড়ায়,
লুকিয়ে সত্য আড়ালে
অন্যায় আবেদনে হাত বাড়ায়:
কালিমা লেপে ঘৃণার তুলি দিয়ে
শত ফুটন্ত স্নিগ্ধ কলির
নিরঞ্জন পবিত্র আত্মায়।

Scanned with CamScanner

বিবেক

সকল অশ্লীলতার মাঝে
খুঁজে ফিরি ভালো কিছু
পাপের হায়না
বাঁধ সাদতে সদাই
ধরেছে পিছন পথ আমার পিছু।
কখনো ধরে রূপ
নিত্য নতুন মায়াবী সজ্জায়;
দেখায় মেকী চাঁদ
জীবনের বিধ্বংসী অমাবস্যায়।
কখনো থাকে পাশে
সঙ্গ দিতে বন্ধু মেনে;
শুনায় মিথ্যা রাগিনী
আশ্রিত অলীক পুরাণে।
কোন লাভ নেই
আমার চলার গতি,
আমার মনের জোর
এগিয়ে ওর থেকে
বহু ক্রোশ দূর;
যেমন দূরে যোজন যুগ ধরে
বিষাদ সন্ধ্যা থেকে
সোনালী আশার ভোর।

Scanned with CamScanner

কল্পনায় চেতন

কল্পলোকের পথে
কনক কান্তির লোভে
বিষাদ সিন্ধু থেকে
পালিয়ে কি লাভ!
যখন রক্তিম আভা
রুগ্নরোগীর মত
হয়ে যায় লীন
দিগন্ত নীলিমা থেকে;
যখন সোনালী রৌদ্রের
স্বর্ণঝরা প্রভা
প্রভাতেই হয় যে নিঃশেষ
কৃষ্ণ মেঘের বুকে;
কি লাভ পালিয়ে!
দিতে হবে ধরা
জরার মাঝে ত্বরা
নিঃসঙ্গ জীবন সাঁঝে,
মহাকাল ডাক দিয়ে যায়
জীবন নিনাদ নাশে।
..... এই তো নিয়ম
সবকিছুর শান্ত সমাধি
নীরবে হয় যে সমাপন
আপন কক্ষপথ ঘুরে
যে পথে কোন একদিন
জেগেছিল প্রাণ
রঞ্জিত রঙিন সুরে।

Scanned with CamScanner

খ্যাতির বিড়ম্বন

রঙিন প্রচ্ছদে মুড়ে
জীর্ণ জীবনটাকে তুলে ধরে
পেয়েছি অসীম সমাদর
রম্য কাহিনীর কাননে নির্বাসিত
ভ্রান্ত পাঠক মহলের কাছে
পাছে ফাঁস হয়ে যায় ;
সেই ভয়ে!
সব সুপ্ত গোঁজামিল
দিয়েছি ঢেকে ছদ্মনামে
বদনাম যা ছিল
সেও যায় মুছে।
এখন শুধু অপেক্ষা
তাসের প্রেক্ষাগৃহে
তবুও বিবেক ঘুরে ফিরে মরে
খ্যাতির পিছে পিছে।

Scanned with CamScanner

রঙিন প্রলাপ

হঠাৎ বিগড়ে গেলে
ঘুটঘুটে অন্ধকারে
ছোট্ট খুপরির আড্ডায়
ছাই পাঁশ গিলি ক্ষণেক সময়;
স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরি ফিরি
রঙিন প্রজাপতির ভীড়ে;
জলকেলি করি রঙিন জলে।
মদের কটু গন্ধ
যেন স্নিগ্ধ সৌরভ নাকে বাঁধে
সোডিয়ামের আধো আলোয়
টালমাটাল আমি
সমাজের জঞ্জাল ফেলে
চোখ বুজে পথ চলি;
পাশের জীর্ণ বস্তিটি
মনে হয় স্বপ্নের বারিধারা
সমাজের দুর্গন্ধ, ভাবি সৌরভ;
সাথে নিয়ে ফিরি বাড়ি।
দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষায় মা;
পাশে তার, অবুঝ ছোট্ট ভাই
ছুটে এসে বলে–
তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন!
জবাবে বলি,
এখন যে আমি রঙিন প্রজাপতি।

Scanned with CamScanner

কুহকিনী

জৈবিক কামনা পূরণে
নন্দ্য প্রমোদ কাননে
ডাক পড়েছে নন্দিনী তোমার
শত বাসনা বিলাসী প্রেমিক যুবার
প্রেম নিবেদনে।
শুভ্রশুচি হৃদয় অপহরণে
ব্যভিচারী প্রেত আজ
বিবেকের অন্ধ গলিতে
করছে নীরবে বসবাস।
ঢেলে যায় নির্বিচারে
মেকী সুখের নির্যাস
ঘৃণার নির্জল আধারে।
মোহময় মরীচিকার প্রলোভনে
উচ্ছৃঙ্খল শিহরণে সঙ্গোপনে
বিকোলে কুহক কবলে
নিজ সতীত্ব বাসিফুলে।
ভুলের মাশুল দিতে যদিও এলে ফিরে
তুমি তখন মানসলোচনে
বিষাক্ত নাগিনী;
দিকশূল ভোলা দিক পাল হারা
ধু-ধু জীবন মরুপথে
নিঃস্ব বিবসনা পথচারিণী।

Scanned with CamScanner

তরুণ বৃদ্ধ

শতেক তালিযুক্ত
জীর্ণ প্রায় একটি বস্ত্র পরিহিত
শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ;
হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে বদ্ধ
একটি বাবলার দিঘল লাঠি।
মরুর বালুময় উদ্যানে
ভাঙছে পথ অবিরত নগ্নপায়ে
ঈশান কোণে জমছে আঁধার
অরুণ কিরণের অবসানে।
জটপাকানো চুল তার
দমকা হাওয়ার উদ্দামে
খুলতে চাইছে জট বারংবার;
পড়ে থাকা অমসৃণ পাথরের গায়ে
লাঠির আঘাতের ধ্বনি বাজছে
খট্‌খট্ খটা খট্ ..... ।
কোন দিকে তার নেই সে খেয়াল
ভ্রু কুঁচকে ভ্রুকুটি করে
বাঁধা সকল পায়ে দলে।
উত্তপ্ত বালুর দীপ্ত তেজ
মৃদুল হয়ে ক্ষয়ে যায়
তেজদীপ্ত প্রাণের দাপটে।
মৃত্যু বানকে করে উপেক্ষা
মনমৃদঙ্গের উত্তাল ঝংকারে
অহংকারে গর্বিত শীর্ণ পা দু'টো
মরুর চোরা বালি থেকে সাবধান।
প্রাণের জোড়ালো ক্ষুব্ধ থাবায়
মরুর ঘূর্ণি হাওয়া পায়ে লুটায়।
গন্তব্যে যাওয়ার বাসনা বশীভূত মন
নিয়েছে সাথে পুঁজি ক'রে
সহস্র তরুণের তাজাপ্রাণে গীত
শক্তির আধারে স্নাত
এক বিশাল জেদী সবুজ প্রাণ।

Scanned with CamScanner

স্মৃতির মরণ

একযুগ পরে
আগন্তুকের প্রবেশ নিজ বাড়ির চত্বরে।
মধ্যবয়স্কা জননী জায়নামাজে
সমাহিত একান্তচিত্তে;
পাশে তার, ছোট্ট ফুটফুটে শিশু
দৌহিত্রী হয়তো;
টিভি সেটের সম্মুখে বসা
বড় ভাইয়ের সাথে
একজন সুন্দরী রমণী।
ছোট্ট ভাইটি হাতে নিয়ে বোসে
সবুজ রঙের ফুলদানি।
ব্যালকোণে দাঁড়ানো বড় মেয়েটি
হয়তো ছোট্ট বোন চৈতী।
সবিস্ময়ে তাকালো সে
নিজ ঘরে অবশেষে;
বাঁধাই করা নিজ ছবিটি
মেঝেতে প'ড়ে
ছাইদানিতে ধুলো জমে আছে
মাকড়সার জালেপূর্ণ
ঘরের আনাচে কানাচে
পড়ার টেবিলে
বইগুলো আর নেই
এককোণে
রয়েছে প'ড়ে অযতনে
স্বরচিত কবিতার ডায়েরী;
রেখেছিল যাকে সযতনে
এক যুগ আগের কোন ভোরে।
ব্যথিত হৃদয় তার
স্মৃতির নিঠুর অবসানে।
নীরবে নিভৃতে সজল চোখে
জীর্ণ ডায়েরী হাতে নিয়ে
বেদনায় ভারাক্রান্ত আগন্তুক,
কবির অতৃপ্ত আত্মা
ফিরে যায় সকলের অগোচরে
মরণের একযুগ পরে।

Scanned with CamScanner